بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
মিডিয়া কার্যালয়,
উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ

﴿وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾

حزب التحرير
HIZB UT TAHRIR

নং: ১৪৪২-০৭/০১ রবিবার, ১৭ রজব, ১৪৪২ হিজরী ২৮/০২/২০২০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

بسم الله الرحمن الرحيم

রজব ১৩৪২ – রজব ১৪৪২ হিজরী: খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের একশ বছরকে কেন্দ্র করে হিযবুত তাহ্‌রীর / উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ পুরো রজব মাসব্যাপী বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচী পালন করছে

খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের একশ বছরকে কেন্দ্র করে হিযবুত তাহ্‌রীর কর্তৃক পরিচালিত বিশ্বব্যাপী কর্মসূচীর অংশ হিসেবে **হিযবুত তাহ্‌রীর/উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ** ১লা রজব ১৪৪২ হিজরী হতে বিভিন্ন কর্মসূচী পালন শুরু করে, যা পুরো রজব মাসব্যাপী চলবে। প্রথমেই পোষ্টার লাগানো দিয়ে কর্মসূচী শুরু হয়, পোষ্টারের বক্তব্য হচ্ছে: **"খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের একশ বছর (হিজরী ১৩৪২ – ১৪৪২); বিশ্বের একশ শহর থেকে মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতি হিযবুত তাহরীর-এর আহ্বান: খিলাফত প্রতিষ্ঠা করুন"**। ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, খুলনা, নারায়নগঞ্জ, কুমিল্লা শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মসজিদ, সড়ক, অলিগলি; এবং ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ যেমন প্রেসক্লাব, বায়তুল মোকাররম, পল্টন, মতিঝিল, শাহবাগ ইত্যাদি স্থানে এই কার্যক্রম চলমান আছে।

গত ১৬ ফেব্রুয়ারী হতে লিফলেট বিতরণ কার্যক্রম শুরু হয়, যার শিরোনাম হচ্ছে: ***"খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের একশ বছর (রজব ১৩৪২ – রজব ১৪৪২ হিজরী); রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেন: "...অতঃপর আবার আসবে খিলাফতের শাসন, নবুয়্যতের আদলে"; মুসলিম উম্মাহ্'র প্রতি হিযবুত তাহ্‌রীর-এর আহ্বান, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত সুসংবাদ বাস্তবায়নে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ দিন"***। প্রায় প্রতিদিন দলীয় নেতাকর্মীরা দলবেধে জনসমাগমের বিভিন্ন স্থানে লিফলেট বিতরণ করছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গত ২৬ ফেব্রুয়ারী বাদ জুমু'আহ্ বায়তুল মোকাররমসহ ঢাকা ও চট্টগ্রামের শহরের বিভিন্ন থানার গুরুত্বপূর্ণ মসজিদে দলের নেতাকর্মীদের বলিষ্ঠভাবে লিফলেট বিতরণ। এছাড়াও স্টিকার, মিম (meme) এবং সোশ্যাল মিডিয়া ও ভার্চুয়াল বিভিন্ন মাধ্যমে বক্তব্যগুলো প্রচার করা হচ্ছে। ***খিলাফত রাষ্ট্রবিহীন মুসলিম উম্মাহ্'র দুরাবস্থা এবং তা হতে উত্তরণে মুসলিমদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করতে*** রজব মাসব্যাপী দেশব্যাপী ব্যাপক গণসংযোগ কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে।

সরকারের "নিরাপত্তা বাহিনি"-এর হুমকি-ধামকির তওাক্কা না করে এসব কর্মসূচীতে জনগণ ব্যাপক সাড়া দিচ্ছে, দলের নেতাকর্মীদের সাথে মতবিনিময় করছে, খিলাফত প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব অনুধাবন করে কর্মসূচীগুলোর সাথে একাত্বতা ঘোষণা করছে।

কর্মসূচীগুলো মুলত চারটি বিষয়বস্তু সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহ্'কে সচেতন করে তোলাকে ঘিরে আবর্তিত হচ্ছে, যা যথাক্রমে, **১. খিলাফত রাষ্ট্র ধ্বংসের পর কি দুরাবস্থা উম্মাহ্'র উপর আপতিত হলো; ২. উম্মাহ্'র মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা যেন তারা দায়িত্বের পালনের ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়; ৩. হিযবুত তাহ্‌রীর-এর নিষ্ঠাবান নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ হওয়া; ৪. আল্লাহ্'র ওয়াদা ও রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুসংবাদ বাস্তবায়নে কাজ করা।**

হে মুসলিমগণ! ১৩৪২ হিজরী তথা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দে কাফির সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন বিশ্বাসঘাতক ধর্মনিরপেক্ষ কামাল "আতাতুর্ক"- এর প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় আমাদের তেরশ বছরের গৌরবোজ্জ্বল খিলাফত রাষ্ট্রকে ধ্বংস করে। খিলাফত রাষ্ট্র হারিয়ে মুসলিম উম্মাহ্ তার পবিত্র দ্বীন-রক্ত-সম্পদ-সম্মান ও নিরাপত্তা রক্ষার ঢাল হারিয়ে ফেলে। অথচ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুসলিমদেরকে 'ওয়াসাত' উম্মাহ্ অর্থাৎ শেষ নবীর উত্তরসূরী হিসেবে একটি ন্যায়নিষ্ঠ জাতি করেছেন এবং মানবজাতির তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব দিয়েছেন। খিলাফত ধ্বংসের সাথে সাথে এই শাসনকর্তৃত্ব আমরা হারিয়ে ফেলি ও পশ্চিমারা আমাদের উপর দালাল রুওয়াইবিদাহ্ (অজ্ঞ-নির্বোধ) শাসকদের চাপিয়ে দেয়। সুতরাং আমাদেরকে এই রুওয়াইবিদাহ্ শাসকদের কাছ থেকে শাসনকর্তৃত্বকে পুনরুদ্ধার করে উম্মাহ্'র তত্ত্বাবধানের দায়িত্ব একজন খলীফার নিকট অর্পণ করতে হবে। খিলাফত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় **হিযবুত তাহ্‌রীর** মুসলিম উম্মাহ্'র মধ্যে ৬০ বছরেরও বেশী সময় ধরে কাজ করছে এবং জান-মাল ও মূল্যবান ত্যাগ স্বীকার করে যাচ্ছে। **হিযবুত তাহ্‌রীর-এর** নেতৃত্ব দিচ্ছেন প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ আতা-বিন-খলিল আবু আল-রাশতা। ইসলাম দিয়ে রাষ্ট্র

পরিচালনার জন্য **হিযবুত তাহ্‌রীর** কুর'আন ও সুন্নাহ্'র ভিত্তিতে খিলাফত রাষ্ট্রের সংবিধান (খসড়া) প্রণয়ন করেছে এবং উক্ত সংবিধানে সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামোকে তুলে ধরেছে।

রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ) নবুয়্যতের আদলে খিলাফত পুণঃপ্রতিষ্ঠার সুসংবাদ দিয়েছেন: *"...অতঃপর আবার আসবে খিলাফতের শাসন, নবুয়্যতের আদলে"* [মুসনাদে আহমদ]। রাসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর সুসংবাদ আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা'র পক্ষ থেকে ওয়াদা। আমরা **হিযবুত তাহ্‌রীর** মুসলিম উম্মাহ্'র কাছে আহ্বান জানাচ্ছি, রাসূলুল্লাহ্ (সাঃ) প্রদত্ত এই সুসংবাদ বাস্তবায়নে খিলাফত প্রতিষ্ঠার কাজে যোগ দিন।

*** وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ***

"তোমাদের মধ্য হতে যারা ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আল্লাহ্ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফত দান করবেন, যেরূপ তাদের পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন" [সূরা আন-নূর: ৫৫]।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর মিডিয়া কার্যালয়, উলাই'য়াহ্ বাংলাদেশ